ISSN (ELECTRONIC): 2945-3135

দীপঙ্কর ধাড়া (2026). *বৈষ্ণব পদাবলী ও পূর্বরাগঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 158-171.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & REVIEWS

journal homepage: www.ijmrr.online/index.php/home

বৈষ্ণব পদাবলী ও পূর্বরাগঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

দীপঙ্কর ধাড়া

গবেষক, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

How to Cite the Article: দীপঙ্কর ধাড়া (2026). *বৈষ্ণব পদাবলী ও পূর্বরাগঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 158-171.

https://doi.org/10.56815/ijmrr.v5i4.2026.158-171

Keywords	*Abstract*
Bengali Literature, Spiritual Expression, Deepened Awareness, Medieval Literature, Divine Love, Mahapravu Chaitnyadev, Lord Krishna.	One of the significant branches of medieval literature is the Vaishnav Padavali. Vaishnav Padavali is primarily composed centering around Mahapravu Chaitnyadev and based on the love story of Radha-Krishna. However, this love is not ordinary human love; it is divine. When a devote attains the grace of god, and as a result, the desire for the four worldly pursuits disappears from the devotee's heart, then the union between the devotee and God takes place. The awakening of pure consciousness in the devotee's heart is referred to as 'love' in Vaishnava Padavali. In this work Ujjwalnilmoni, Rup Goswami explains that the feeling of love which arises before union- through hearing and seeing, and which

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

দীপঙ্কর ধাড়া (2026). *বৈষ্ণব পদাবলী ও পূর্বরাগঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 158-171.

	awakens the hearts of the hero and heroine, is called Purvaraga. Various poets of Padavali have portrayed Radha and Krishna in such a way they have spread the eternal massage of love throughout the world. Many poets have composed verses on the theme of Purvaraga, but each has expressed it an a unique way. In some poems Radha appears as a young ascetic, whose desires remain unfulfilled and turn into the pain of separation. In others, Radha-Krishna become overwhelmed upon seeing each other, wandering in a dreamlike world and expressing their love to the entire universe. Through direct or indirect vision of each other, an intense emotional of love is revealed. Among the various emotional stages centered on the love of Radha and Krishna, Purvaraga is considered the most significant.

মধ্যযুগে রচিত বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট কাব্যধারা বৈষ্ণব সাহিত্য। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে রাধা এবং কৃষ্ণের প্রেম কাহিনি অবলম্বনে এই বৈষ্ণব সাহিত্যের উন্মেষ। পদকারের প্রতিভা দ্বারা সৃষ্ট রাধা কৃষ্ণের প্রেমকথা যেন প্রেমের চিরন্তন বানীকে সমগ্র বিশ্বে রটিয়ে দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমারা প্রেমের বিভিন্ন রূপ ও মনস্তত্ত্বিকতা পেয়ে থাকি কিন্তু বৈষ্ণবীয় প্রেমের সঙ্গে জাগতিক প্রেমিক-প্রেমিকার বা নরনারীর তুলনা চলে না। কারণ কামনাতুর নরনারীর প্রণয়ে থাকে কামনা, বাসনা ও স্বার্থকে চরিতার্থ করার প্রয়াস। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে যা প্রেম; তা হল ভক্তি। যেখানে থাকে আত্মবিসর্জনের ব্যকুলতা। তবে বৈষ্ণব পদকারেরা মানবিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই ঈশ্বরকে ঘরোয়া করে নিয়েছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে যে পঞ্চরসের উল্লেখ আছে তার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে কখনো পুত্র, কখনো সখা, কখনো প্রেমিক ইত্যাদি সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ ক্করেছেন। তবে পঞ্চরসের মধ্যে মধুর রসই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরকে এখানে প্রেমিক হিসাবেই দেখা হয়। মধুর রস শৃঙ্গার রসেরই নামান্তর। শৃঙ্গার রস দুই প্রকার। ১। বিপ্রলম্ভ ২। সম্ভোগ। এবং এই বিপ্রলম্ভ পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং প্রবাস- চার ভাগে বিভক্ত।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

দীপঙ্কর ধাড়া (2026). *বৈষ্ণব পদাবলী ও পূর্বরাগঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 158-171.

সাধারণ অর্থে প্রেম একটি বৃত্তি। বৈষ্ণব সাহিত্যে যে প্রেমের সম্মুখিন হই সেখানে প্রেম এবং ভক্তি একে অপরের পরিপূরক। ভক্ত যখন ভগবৎ কৃপায় সমৃদ্ধ হন সেই কৃপালাভের ফলে ভক্তের হৃদয় থেকে যখন সংসারের চতুবর্গ প্রাপ্তির বাসনা লুপ্ত হয়; তখন ভক্তের হৃদয়ে যে শুভ চেতনার উদয় হয় ও ভক্তের সঙ্গে দেবতার মিলন হয় এই মিলন বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রেম। বৈষ্ণব কবিরা যেভাবে রাধা কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক কাহিনি অবলম্বনে প্রেমের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন তাতে করে প্রেমের শাশ্বত মূর্তিটি ক্ষণে ক্ষণে জীবন্ত হয়ে ওঠে। কৃষ্ণের প্রতি রাধার আধ্যাত্মিক আকর্ষণে তার প্রেম পূর্বরাগ, অভিসার, আক্ষেপানুরাগ, অনুরাগ, বিরহ ইত্যাদি পর্যায়ে ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত হয়েছে।

পূর্বরাগ একটি বিশিষ্ট ভাব পর্যায়। পূর্বরাগ প্রেমের প্রথম পর্যায়, লৌকিক অর্থে পূর্বরাগ প্রথম প্রেম। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে পূর্বরাগ সম্পর্কে বলেছেন,

"রতির্যা সঙ্গমাৎ পুর্ব্বং দর্শনশ্রবাণাদ্বিজা।

তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পুর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে।।"১

অর্থাৎ যে রতি মিলনের পূর্বে দর্শন শ্রবন ইত্যাদির দ্বারা উৎপন্ন হয়ে নায়ক নায়িকা উভয়ের হৃদয়কে উন্মীলিত করে তাকে পূর্বরাগ বলে। এই পূর্বরাগ দুটি ভাগে বিভক্ত। ১) দর্শনজাত পূর্বরাগ ২) শ্রবনজাত পূর্বরাগ। দর্শনজাত পূর্বরাগ সংঘটিত হয় সাক্ষাৎ, চিত্রপট ও স্বপ্ন দর্শনের মাধ্যমে এবং শ্রবন জাত পূর্বরাগ সংঘটিত হয় বন্দী মুখে শ্রবন, দূতিমুখে শ্রবন, সখি মুখে শ্রবন, গুণীজন মুখে শ্রবন ও বংশী ধ্বনি শ্রবণের মাধ্যমে। পূর্বরাগ বিষয়ক পদ অনেক কবিই রচনা করেছিলেন কিন্তু এই পর্যায়ে চণ্ডীদাসকেই শ্রেষ্ঠ পদকর্তা বলা হয়। কারণ পূর্বরাগের- লালসা, উদ্বেগ, জাগয্যা, তানব, জরতা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু এই দশ দশার মধ্যে প্রত্যেকটিই প্রতিফলিত হয়েছে চণ্ডীদাসের পদে।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

দীপঙ্কর ধাড়া (2026). *বৈষ্ণব পদাবলী ও পূর্বরাগঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 158-171.

বলা বাহুল্য এই পর্যায়ে চণ্ডীদাস রাধাকে এমন ভাবে তৈরি করেছেন যেন রাধার দ্বন্দ্বময় নিঃসঙ্গ অথচ আবেগপূর্ণ এক সঙ্গত চিত্ত ধরা পড়েছে। চণ্ডীদাসের মাধ্যমেই ঘোষিত হয়েছে পূর্বরাগের প্রথম গায়ত্রী মন্ত্র –

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।"২

রাধার এই শ্রবনজাত পূর্বরাগ প্রেমের এক অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর। শুধুমাত্র 'শ্যাম' নাম শোনা মাত্রই বিদ্যুৎ গতিতে হৃদয়ে প্রবেশ করার মাধ্যমে রাধার হৃদয় ব্যকুল হয়ে উঠেছে। যার নাম শুনেই হৃদয়ে এরকম রূপ মুগ্ধতার সৃষ্টি; তাহলে তাঁর অঙ্গ স্পর্শে কি হবে তা রাধার জানা নেই। রাধার এটাও মনে হয়েছে, যে একবার কৃষ্ণের রূপদর্শন করেছেন তার পক্ষে যৌবনধর্ম রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। কৃষ্ণের নাম জপ করার ফলে রাধা তাঁকে কোনমতেই ভুলতে পারছেন না। রাধা জানেন, তার কুলধর্ম, জাতিধর্ম সর্বোপরি সে বিবাহিত; সংসারে সে আবদ্ধ, তা স্বত্ত্বেও কৃষ্ণকে ভুলতে পারেন না। ফলে রাধার মধ্যে জেগে ওঠে কৃষ্ণপ্রাপ্তির বাসনা। লক্ষ্যনীয় বিষয় হল পূর্বরাগে আকুলতা আছে, ব্যকুলতা আছে কিন্তু বাসনা পূরনের কোনো সুযোগ নেই। একমাত্র চণ্ডীদাস সৃষ্ট পূর্বরাগে হৃদয়ের উচ্ছাস অথচ নীতিবোধে ক্ষতবিক্ষত রাধা চিত্তের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

কৃষ্ণকে রাধা দর্শন করার পর সমগ্র বিশ্ব রাধার কাছে কৃষ্ণময় হয়ে উঠেছে। তিনি কখনো একদৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন, আবার কখনো ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণে কোথায় যেন হারিয়ে গেছেন। রাধার ঠিক এরকম দশা পূর্বরাগের একটি পদে চণ্ডীদাস সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন-

"রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

দীপঙ্কর ধাড়া (2026). *বৈষ্ণব পদাবলী ও পূর্বরাগঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 158-171.

না শুনে কাহারো কথা।।”৩

অর্থাৎ কৃষ্ণ দর্শনে রাধা এতটাই বিহ্বল যে একাকীত্বে ধ্যান-তন্ময়তার মাধ্যমে তিনি যৌবনে যোগিনী হয়ে উঠেছেন। তিনি নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গী করেছেন, কারো কোনো কথা তিনি শুনছেন না। এলিয়ে পড়া চুলকে তিনি বারবার দেখছেন কারণ চুলের বর্ণের সঙ্গে কৃষ্ণের গাত্রবর্ণ তিনি অনুভব করছেন। কৃষ্ণকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাধার হৃদয়কে একাকীত্বে জর্জরিত করে ফেলেছে। বলা বাহুল্য এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই সৃষ্টি বিরহের। আসলে পূর্বরাগে মিলন নয়; বিরহ-ই শেষকথা। এই বিরহের মাধ্যমেই পদকার রাধার প্রেমের তীব্রতা প্রকাশ করেছেন। মিলনকৌতুকে মগ্ন থেকেও যখন তৃপ্তির অনুভূতি মেলে না তখন অজস্র হাহাকার দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হয়। কৃষ্ণপ্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণে রাধা হৃদয়ের এই দগ্ধ চিত্তই প্রকাশ পেয়েছে।

একসময় কৃষ্ণকে দেখে শ্রীরাধার যেরূপ মনের অবস্থা হয়েছিল তা চণ্ডীদাস অন্য একটি পদে সখীদের মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছেন। কবি বলেছেন,

“ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার

তিলে তিলে আইসে যায়।

মন উচাটন নিশ্বাস সঘন

কদম্ব কাননে চায়।।”৪

রাধার এমন অবস্থা যে তিনি আর এক মুহূর্ত নিজেকে স্থির রাখতে পারছেন না। বারবার ঘরের বাইরে আসেন, তার মন ব্যকুলতায় পূর্ণ, সর্বদা চঞ্চল এবং উৎকণ্ঠিত এবং এই সমস্ত কিছু জানান দিচ্ছে কদম্ব কাননের দিকে চেয়ে থাকা রাধার ঘন ঘন নিশ্বাস। এই পর্বে রাধার কৃষ্ণপ্রেম যেন চরম আকাঙ্ক্ষার প্রতিমূর্তি ধারণ করেছে। রাধাকে নিয়ে সখীরা এতটাই চিন্তিত যে, তাদের মনে হয়েছে রাধা যেন দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। সখীরা বলছেন, ‘রাই এমন কেন বা হৈল।’ রাধা একজন

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

দীপঙ্কর ধাড়া (2026). *বৈষ্ণব পদাবলী ও পূর্বরাগঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 158-171.

কুলবালা বধূ, সে একজন রাজার কন্যা, তার জাতধর্ম, কুলধর্ম না বুঝেই কি তিনি কোনো অলভ্য কিছুর প্রত্যাশা করছেন- একথাই তারা বুঝে উঠতে পারছেন না। রাধার গুরুজনে ভয় নেই, শাড়ির আঁচল যে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে সেদিকে তো খেয়াই নেই-ই; সেই আঁচলকে যে আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে আনতে হবে, সেদিকেও শ্রীরাধার কোনো উৎসাহ নেই। শ্রীরাধার হৃদয়ের এরকম বিশৃঙ্খলা দেখে সখীদের মনে হয় যেন কোনো অপদেবতা তার উপর ভর করেছে। আসলে পূর্বরাগ ও বিরহ তো একে অপরেরই পরিপূরক। আর এই পূর্বরাগে বাসনা থাকলেও সে বাসনা পূরণের কোনো সুযোগ নেই।

কৃষ্ণের জন্য রাধার শাশ্বত প্রেমের নিদর্শন দেখি গোবিন্দদাসের একটি পদে। রাধা বলেছেন কৃষ্ণ দর্শনে তিনি আপ্লুত। তাঁর রূপে বিশ্ব মহাবিশ্ব মোহিত। কৃষ্ণরূপে মুগ্ধ রাধা বলেছেন-

"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি

অবনী বহিয়া যায়।

ঈষত হাসির তরঙ্গ- হিলোলে

মদন মুরুছা পায়"৫

এই রূপদর্শনজাত পূর্বরাগে রাধা চিত্ত এতটাই বিহ্বল যে মনে হয় শ্রীরাধা যেন কোনো এক ব্যধির শিকার। রাধা বলেছেন কৃষ্ণের হাসির মাধুর্য এতটাই ভুবন ভোলানো যে স্বয়ং মদনদেব পর্যন্ত মূর্ছিত হয়ে পরছেন। কৃষ্ণকে দেখার পর রাধার নিজেকে আর সামলে নিতে পারছেন না। কৃষ্ণকে যদি রাধা নিকটতম নিকটে রেখেও দর্শন করেন তবুও যেন রাধার হৃদয় এবং নয়নের সাধ পূর্ণ হবে না। মালতী ফুলের মালা গলায় নিয়ে যখন কৃষ্ণ রাধাকে আড়চোখে দেখেন, তখন রাধা যোগিনীর মতো প্রশান্ত হৃদয়ে কৃষ্ণতে সমর্পিত হন। বিবাহিত হয়েও রাধার হৃদয়ের এমন চঞ্চলতা, উৎকণ্ঠতা দেখে পদকার গোবিন্দদাস পর্যন্ত চিন্তিত।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

দীপঙ্কর ধাড়া (2026). *বৈষ্ণব পদাবলী ও পূর্বরাগঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 158-171.

পূর্বরাগ পর্যায়ে রাধা চিত্তের চঞ্চলতা বা উৎকণ্ঠতায় পদকার চণ্ডীদাস বা গোবিন্দ দাস-ই শুধুমাত্র চিন্তিত নন, জ্ঞানদাসও যেন শ্রীরাধার এইরুপ আচরণে ভাবিত। কৃষ্ণকে দেখা মাত্রই রাধা তার সখীদের বলেছেন কৃষ্ণের এত রূপ শুধুমাত্র চোখ নামক একটি ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখা সম্ভব না। কৃষ্ণকে দেখে রাধার মনের তৃষ্ণার চেয়ে চোখের তৃষ্ণা বেড়ে গেছে। তিনি বলেছেন,

"দেইখা আইলাম তারে সই দেইখা আইলাম তারে।

এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে।।"৬

জ্ঞান দাসের এই পদে রাধা যেন কৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় একজন যথার্থ শিল্পী হয়ে উঠেছেন। কৃষ্ণ তাঁর মাথার চুড়াটি গুঞ্জাফুল দিয়ে এমনভাবে বেঁধেছেন এবং তাঁর উপরে ময়ূরের পালক বামদিকে এমনভাবে অবস্থিত যা অপূর্ব সৌন্দর্যে মহমান্বিত। চন্দনচর্চিত অঙ্গে, হাতে বাঁশি নিয়ে কদমগাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থান কালে কৃষ্ণকে যখন দর্শন করা হয়, সেই মুহূর্তে তখন কারো পক্ষে নিজেকে সংবরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কৃষ্ণের সেই রূপের তীব্র আকর্ষণ রাধার সঙ্গে রাধার সংসার ধর্মের যোজন খানেক ব্যবধান তৈরি করেছে।

জ্ঞান দাস রচিত অন্য একটি পদে রাধা চিত্তের দুর্বার প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে। যেখানে রাধা শুধুমাত্র কৃষ্ণকে দেখেই শান্ত থাকতে পারেন নি; কৃষ্ণের দেহের সান্নিধ্য চান। আবার সান্নিধ্য পেয়েও যেন রাধা হতাশায় ভুগছেন। কৃষ্ণের প্রত্যেক অঙ্গের সঙ্গে নিজের প্রত্যেক অঙ্গ মেলানোর জন্য রাধা ক্রন্দন করছেন। রাধা বলেছেন-

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর

প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর।।

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।

পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।"৭

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

দীপঙ্কর ধাড়া (2026). *বৈষ্ণব পদাবলী ও পূর্বরাগঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 158-171.

কৃষ্ণের রূপ যতই রাধা দর্শন করুক না কেন তাতেও যেন রাধা স্থির থাকতে পারছেন। অতৃপ্ত হৃদয়ের বাসনা থেকেই যায়। শুধুমাত্র অঙ্গের স্পর্শ নয়, দেহের স্পর্শ নয়; শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ের স্পর্শ পাবার জন্যও রাধার হৃদয় কেঁপে ওঠে। রাধা বলেছেন, "যে পণ কর‍্যাছি মনে সেই সে করিব"৮ অর্থাৎ এই উক্তির মাধ্যমে রাধা অনেক কিছুর আভাস দিয়েছেন। কৃষ্ণের সান্নিধ্য বা কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য যা যা করতে হয় শ্রীরাধা তাই করবেন। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছেন যে কৃষ্ণ লাভ করেই ছাড়বেন। তাতে যদি তাঁর কুল মর্যাদা, সংসার ধর্ম জলাঞ্জলি পর্যন্ত দিতে হয় তাই তিনি করবেন। কৃষ্ণতে এতটাই মুগ্ধ যে তাঁর দর্শন পাওয়া মাত্রই রাধার শরীর আকুল হয়ে উঠেছে। গুরুজন থাকা সত্বেও শ্যাম মূর্তি স্মরণ করে রাধা পুলকিত হয়ে পড়ছে। রাধার চিত্তের অবস্থা কেনই বা এরূপ হবে না যার হাসিতে মধুর ধারা বর্ষিত হয়, যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রেমিক পুরুষ তাঁর যদি স্পর্শ পায়; এরকম আচরণ করাটাই স্বাভাবিক। কৃষ্ণময় হয়ে রাধা যেন গৃহ ও লজ্জার মুখে আগুন জ্বেলে দিয়েছেন।

রাধার এমন অস্থির চিত্তের চিত্র ধরা পড়েছে জ্ঞানদাসের আরও একটি পদে। যখন রাধার আত্মায় কৃষ্ণের বসবাস; তখন স্বাভাবিক ভাবে কৃষ্ণ যে রাধার স্বপ্নে আসবে না এমনটা হতেই পারে না। যেভাবে কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ 'দর্শনে' রাধার ব্যকুলতা চরম পর্যায়ে উপনীত হয়; ঠিক সেভাবেই রাধার 'স্বপ্নে' কৃষ্ণের উপস্থিতি রাধার হৃদয়ে প্রবল উন্মত্ততা সৃষ্টি করেছিল এবং সেই কথা-ই সখীদের তিনি জানিয়েছেন। শ্রাবণ মাস এক বর্ষামুখর রাতে যখন শান্ত মনে শ্রীরাধা ঘুমাচ্ছিলেন; যখন বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘের গর্জন শোনা যায়, ময়ূরের চিৎকার শোনা যায়, ব্যং, ডাহুকি, ঝিঁঝিঁ পোকাদের সম্মিলিত ডাকে যখন চারিদিক মুখরিত; ঠিক এমন সময় নিদ্রারত রাধার স্বপ্নে শ্যামরূপ উদ্ভাসিত হয়-

"রূপে গুণে রস-সিন্ধু মুখ ছটা জিনি ইন্দু

মালতীর মালা গলে দোলে।

বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে

আমা কিন বিকাইলু বোলে।।"৯

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

দীপঙ্কর ধাড়া (2026). *বৈষ্ণব পদাবলী ও পূর্বরাগঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 158-171.

ঠিক এই মুহূর্তে রাধা যখন স্বপ্নের মধ্যে এক শ্যাম রুপী ব্যক্তিকে দেখলেন তখন তাঁর মনে হল এই ব্যক্তির মুখ এতটাই স্নিগ্ধ,মায়াবী ও ম্লান যে চাঁদও যেন এই মুখের মাধুর্যের কাছে হার মানে। তাঁর গলায় ছিল মালতী ফুলের মালা। এই ব্যক্তি শ্রীরাধার পায়ের কাছে বসে তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করে রাধাকে বলেছেন, তোমার কাছে আমি নিজেকে সঁপে দিলাম, নিজেকে বিলিয়ে দিলাম। তাঁর চোখের দৃষ্টি রাধাকে মোহিত করেছিলেন। কাছে এসে রাধার অধরে নিজের অধর স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধার সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে এলো। রাধার কুল, মান সব যেন ধ্বংসের মুখে। রোমান্টিক কবি জ্ঞানদাস স্বপ্ন দর্শনজাত পূর্বরাগে রাধার হৃদয়াবেগকে এমন নিখুঁত ভাবে তুলে ধরলেন যা রাধা কৃষ্ণের প্রেম চিরন্তন মূর্তি লাভ করেছে।

জ্ঞানদাসের রাধা নবীন যৌবনের প্রতীক। তিনি তাঁর দুচোখ ভরে কৃষ্ণকে দেখেছেন এবং কল্পলোকে স্বপ্নের মায়াজাল বুনেছেন। জ্ঞানদাসের আরও একটি পদের শ্যাম রূপ দেখে রাধার বিহ্বল চিত্তের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। রাধা বলেছেন-

"কি পেখলু যমুনার তীরে।
কালিয়া বরণ এক মানুষ- আকার গো
বিকাইলু তাঁর আঁখি-ঠারে।।"১০

যমুনা নদীর তীরে এমন একজন কৃষ্ণ বর্ণের মানুষকে দেখলেন, যার ম্লান দৃষ্টি ও ইশারা রাধা কখনোই ভুলতে পারবেন না। রাধা প্রত্যেক দিনই যমুনার ঘাটে আসেন কিন্তু এমন রূপের মানুষ এর আগে কখনো দেখেন নি। এরকম রূপের অধিকারী ব্যক্তিটিকে দেখে রাধার মনে হল তাঁর স্নিগ্ধ সুন্দর লাবণ্যময় দেহের আভা যেন সব কিছুকে আলোকিত করছে। স্বয়ং বিধাতা যেন তাঁর দেহের সৌন্দর্যকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন। এই রূপ দেখে রাধা শঙ্কিত হয়েছেন, এই বুঝি তার কুল গৌরব নষ্ট হল। শ্রীরাধা আফসোস করছেন কেন তিনি সেদিন যমুনার ঘাটে গিয়েছিল। রাধা বলেছেন-

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

দীপঙ্কর ধাড়া (2026). *বৈষ্ণব পদাবলী ও পূর্বরাগঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 158-171.

"গুরুয়া গরব কুল নাশাইতে কুলবতী

কলঙ্ক আগে আগে চলে।।"১১

কৃষ্ণের রূপের আগুনে রাধা যেন দগ্ধ হয়েছেন। তার মনে হয়েছে এরকম ভুবনমোহন রূপে কত না রমণীর চিত্ত আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। আসলে জ্ঞানদাসের রাধা অতৃপ্ত হৃদয়ে অতৃপ্ত নয়নে কৃষ্ণকে দেখেই গেছেন। তার হৃদয় কৃষ্ণের জন্য আকুল হয়েছে, ব্যকুল হয়েছে, অস্থির হয়েছে, বাসনা জেগেছে কিন্তু সেই বাসনা পূরণের কোনো সুযোগ নেই। শুধু দু-নয়নে কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে দর্শন করে গেছেন আর হৃদয়ে তীব্র প্রেমানুভূতি প্রকাশ ঘটেছে।

চণ্ডীদাসের আরও একটি পদে রাধার প্রেম মুখর হৃদয়ের রূপ চোখে পড়ে। রাধা বিবাহিতা অথচ তিনি যে কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত, সেই কৃষ্ণপ্রেমের কথা তিনি ব্যক্ত করতে পারছেন না। মনের কথা প্রকাশ করতে না পারার যন্ত্রণা একসময় চাপা দীর্ঘশ্বাস হয়ে ব্যক্ত হয়। কৃষ্ণ প্রেমে সমর্পিত হয়ে রাধার হৃদয়ের যে নির্মম পীড়ন তা চণ্ডীদাস বর্ণনা করেছেন। হৃদয়ের মর্মজ্বালা নিয়ে রাধা বলেছেন-

"কাহারে কহিব মনের মরম

কেবা যাবে পরতীত।

হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা

সদাই চমকে চিত।।"১২

শ্রীরাধার হৃদয়ের গোপন কঠোরে যে তীব্র অব্যক্ত যন্ত্রণা মুহুর্মুহু দাউদাউ করে জ্বলছে তার ফলস্বরূপ তিনি আর নিজেকে সংবরণ করতে পারছেন না, অনর্গল বেয়ে পরা অশ্রু তা প্রমাণ করছে। তিনি সবকিছুই শ্যামময় দেখছেন। রাধার কাছে সমগ্র বিশ্ব যখন শ্যামময় হয়ে উঠেছে; অন্য কোনো রূপ দর্শনে তিনি আর সক্ষম নন। তিনি কৃষ্ণের রূপ এমনভাবে আত্মস্থ করেছিলেন যে যমুনার কালো জল দেখেও কৃষ্ণের কথা মনে পড়ে যায়, কথা বলার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে যায়। রাধা নিজেও এই

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

দীপঙ্কর ধাড়া (2026). *বৈষ্ণব পদাবলী ও পূর্বরাগঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 158-171.

পরিস্থিতির সম্মুখে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করেছিলেন- আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। যেখানে কুলধর্ম অপেক্ষা কৃষ্ণপ্রেম অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সেখানে নিজেকে সঁপে দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই। এই ব্যকুলতা যেন রাধাচিত্তে বারবার নতুন প্রেমের সঞ্চার করে।

শুধুমাত্র কৃষ্ণের জন্যই যে রাধার হৃদয় আবেগ ব্যকুলতায় পূর্ণ হয়েছিল বা কৃষ্ণের রূপদর্শনেই যে রাধা নিজেকে স্থির রাখতে পারেন নি এমনটা নয়, কৃষ্ণও রাধার রূপদর্শনে মুগ্ধ হয়েছিলেন, কৃষ্ণেরও মনে হয়েছে শ্রীরাধা রমণীশ্রেষ্ঠ। শ্রীরাধার জন্য কৃষ্ণেরও হৃদয়ে উন্মত্ততা অস্থিরতা লক্ষ্য করা গেছে। রাধা ছাড়া কৃষ্ণও যেন মণি হারা ফণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। শ্রীরাধার বঙ্কিম কম্পিত ভ্রু-এর সঙ্গে যমুনার উচ্ছলিত তরঙ্গের তুলনা করেছেন। গোবিন্দদাসের একটি পদে কৃষ্ণের এই স্বীকারোক্তি –

"যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙু বিলোল।

তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী-হিলোল"১৩

নবযৌবন মূর্তি শ্রীরাধাকে দেখে কৃষ্ণের হৃদয়ে পুলক সঞ্চারিত হচ্ছে। রাধার দেহের লাবণ্যছটায় তিনি বিভোর হয়ে পরছেন। শ্রীরাধার দেহের লাবণ্য ছটা যেখানে যেখানে পড়ছে, সেখানেই যেন বিদ্যুৎ রশ্মি উদ্ভাসিত হচ্ছে। আসলে রাধার রূপের তৃষ্ণার্ত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরাধার চোখ থেকে পদযুগল সকিছুই যেন শ্রীকৃষ্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খ আত্মস্থ করেছেন। শ্রীরাধার রাঙা পদযুগল যেখানেই বিচরণ করেছে, সেখানেই যেন স্থল পদ্মের পাপড়ি খসে পড়েছে। রাধার দৃষ্টিতে যেন অজস্র নীলপদ্ম বিকশিত হচ্ছে। এরকম রূপের অধিকারিণীর কাছে কৃষ্ণ যেন নিজেকে আত্মসমর্পণ করেছেন।

রাধার জন্য কৃষ্ণের হৃদয়ে উন্মত্ততা লক্ষ্য করা যায় নরহরি দাসের একটি পদে। কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে রাধা যেমন বাস্তবিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন, গুরুজন মানেন নি, তার জাতধর্ম, কুলধর্ম, সংসার ধর্ম সবকিছুই জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন ঠিক কৃষ্ণও রাধা প্রেমে আত্মহারা হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন যা নরহরি দাসের লেখনিতে কৃষ্ণের মর্মব্যথায় প্রকাশ পেয়েছে।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

দীপঙ্কর ধাড়া (2026). *বৈষ্ণব পদাবলী ও পূর্বরাগঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 158-171.

"রাই! কি কানুর লেহা।

তুয়া নাম গুণ শুনিতে চিতে না

তিলেক বাঁধয়ে থেহা।।"১৪

এর পূর্বে চণ্ডীদাসের 'সই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম'- পদে যেমন কৃষ্ণ নাম শোনা মাত্রই রাধা চিত্তের ব্যকুলতা লক্ষ্য করেছি, ঠিক তেমনি নরহরি দাসের এই পদে রাধাচিত্তের মতো কৃষ্ণ চিত্তের ব্যকুলতা ও ভাব তন্ময়তা প্রকাশ পেয়েছে।

রাধা ছাড়া কৃষ্ণের যেন এক মুহূর্তও কাটছে না। তিনি নিজেকে সংবরণ করতে পারছেন না। জগতের সমস্ত কিছুই তিনি তুচ্ছ করে রাধাময় হয়ে উঠেছেন। রাধাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করার জন্য কখনো ধ্যান তন্ময়তার মাধ্যমে যোগসাধনে ব্রত হয়েছেন আবার কখনো রাধার কথা ভাবতে ভাবতে অশ্রুতে কৃষ্ণের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। রাধার জন্য কৃষ্ণের দুর্নিবার প্রেমের উন্মাদনা প্রকাশ পেয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীতে পূর্বরাগ একটি বিশিষ্ট ভাব পর্যায়। যেখানে মিলনের পূর্বে নায়কের জন্য নায়িকার অথবা নায়িকার জন্য নায়কের হৃদয়ে এক তীব্র প্রেমানুভূতি জাগ্রত হয়। এই পূর্বরাগকে কেন্দ্র করে একাধিক কবি পদ রচনা করলেও তাঁদের নিজস্ব প্রতিভার গুণে রাধা বা কৃষ্ণ চরিত্রকে বা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে ভিন্ন ভিন্ন চিত্রে অঙ্কন করেছেন। পদ বিশ্লেষণে দেখা যাবে চণ্ডীদাসের পদ গুলিতে পূর্বরাগের দশটি দশার (লালসা, উদ্বেগ, জাগয্যা, তানব, জরতা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু) প্রত্যেকটিই প্রতিফলিত হয়েছে। তীব্র কামনা বাসনার প্রকাশ ঘটলেও নিরুপায় রাধার হাহাকার চিত্তের ক্রন্দন নিশ্চুপ আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্বরাগ ও বিরহ একে অপরেরই পরিপূরক। কামনা বাসনার প্রকাশ ঘটলেও সেই অতৃপ্ত ইচ্ছা পূরণের কোন সুযোগ নেই; না পাওয়ার বেদনা, দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হয়।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

দীপঙ্কর ধাড়া (2026). *বৈষ্ণব পদাবলী ও পূর্বরাগঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 158-171.

অন্যদিকে জ্ঞানদাস রচিত পূর্বরাগের পদগুলির মধ্যেও রাধা বা কৃষ্ণ হৃদয়ের তীব্র ব্যকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। জ্ঞানদাসের রাধা বা কৃষ্ণ সর্বদাই একে অপরের রূপ বা স্বপ্ন দর্শনে বিহ্বল হয়ে থাকেন। জ্ঞানদাস একদিকে যেমন রাধা লাভের আশায় কৃষ্ণের বিদীর্ণ ও একাগ্র চিত্তকে প্রকাশ করেছেন তেমনি কৃষ্ণতে সমর্পিত হওয়ার ব্যকুল আবেগ ব্যক্ত করেছেন। তারা কল্পনার স্বপ্নালোকে প্রবেশ করে উভয়ের প্রেমের মাধুর্য জানান দিয়েছেন। অর্থাৎ পদাবলী সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে যে কয়েকটি রস পর্যায়ে আলোচনা করা যায় তার মধ্যে পূর্বরাগ একটি শ্রেষ্ঠ পর্যায়।

AUTHOR(S) CONTRIBUTION

The writers affirm that they have no connections to, or engagement with, any group or body that provides financial or non-financial assistance for the topics or resources covered in this manuscript.

CONFLICTS OF INTEREST

The authors declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

PLAGIARISM POLICY

All authors declare that any kind of violation of plagiarism, copyright and ethical matters will take care by all authors. Journal and editors are not liable for aforesaid matters.

SOURCES OF FUNDING

The authors received no financial aid to support for the research.

তথ্যসূত্র

১) গোস্বামী, শ্রীরূপ। উজ্জ্বলনীলমণি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১২৯৫ চৈত্র। পৃ- ৮৩৮

২) গিরি, ড. সত্য। বৈষ্ণব পদাবলী, রত্নাবলী, কলকাতা। পৃষ্ঠা- ১৯৪

৩) তদেব , পৃষ্ঠা – ১৯৫

৪) তদেব , পৃষ্ঠা – ১৯৬

৫) তদেব , পৃষ্ঠা – ২০৬

৬) তদেব , পৃষ্ঠা – ২০৪

৭) তদেব , পৃষ্ঠা – ২১৯

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

দীপঙ্কর ধাড়া (2026). *বৈষ্ণব পদাবলী ও পূর্বরাগঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা.* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 5(4). 158-171.

৮) তদেব , পৃষ্ঠা – ২১৯

৯) তদেব , পৃষ্ঠা – ২৯৫

১০) মল্লিক, দীপঙ্কর।বৈষ্ণব পদাবলী তত্ত্বে ও কাব্যে।দিয়া পাবলিকেশন, তৃতীয় সংস্করণ,পৃ-২০৫

১১) তদেব , পৃষ্ঠা – ২০৫

১২) গিরি, ড. সত্য। বৈষ্ণব পদাবলী, রত্নাবলী, কলকাতা। পৃষ্ঠা-২২৫

১৩) তদেব , পৃষ্ঠা – ২১১

১৪) তদেব , পৃষ্ঠা – ২১৭

১৫) গোস্বামী, সনাতন। বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়, এপ্রিল ১৯৯৪

১৬) গিরি, ড.সত্য। বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, দে'জ পবলিশিং,

১৭) মল্লিক, দীপঙ্কর।বৈষ্ণব পদাবলী তত্ত্বে ও কাব্যে।দিয়া পাবলিকেশন, তৃতীয় সংস্করণ,পৃ- ৬৩

১৮) তদেব , পৃষ্ঠা – ৪৭০

১৯) তদেব , পৃষ্ঠা – ১৯৫

২০) তদেব , পৃষ্ঠা – ১৯৭

২১) তদেব , পৃষ্ঠা – ২০৩

২২) তদেব , পৃষ্ঠা – ২০৫

২৩) চট্টোপাধ্যায়, হীরেন। বৈষ্ণব পদাবলীর রূপরেখা। দে'জ পবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃ-২০৫

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License